উচ্চশিক্ষা দপ্তর
আগরতলা, ত্রিপুরা

২০২৩-২৪ ইং শিক্ষাবর্ষে সরকারী সাধারণ ডিগ্রী কলেজে প্রথম বর্ষের ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরার সাধারণ ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক উচ্চমাধ্যমিক সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের জানানো হচ্ছে যে নিম্নোক্ত নির্ঘণ্ট অনুসারে ত্রিপুরার সকল সরকারী সাধারণ ডিগ্রী কলেজে ২০২৩-২৪-ইং শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষে প্রথম সেমিস্টারে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হবে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিম্নোক্ত সূচি অনুযায়ী অফলাইনে সংশ্লিষ্ট আবেদন করতে হবে এবং অন্যান্য নিয়মাবলী অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজে যোগাযোগ করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে :

১)	ভর্তির আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমার তারিখ		১৬-০৬-২০২৩ইং হইতে ২২-০৬-২০২৩ইং বিকাল ৪টা পর্যন্ত (১১টা থেকে বিকাল ৪টা, ছুটির দিন বাদে)
২)	মেধা অনুযায়ী নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা প্রকাশ এবং অপেক্ষমান ছাত্রছাত্রীদের তালিকা প্রকাশের তারিখ।		৩০-০৬-২০২৩ইং বিকাল ৩টা
৩)	১ম রাউন্ডে মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তির তারিখ।		০১-০৭-২০২৩-ইং হইতে ০৪-০৭-২০২৩ পর্যন্ত
৪)	অবশিষ্ট সিটের তালিকা প্রকাশ (বিষয় ভিত্তিক এবং কলেজ ভিত্তিক)		০৬-০৭-২০২৩ ইং বিকাল ৩টা
৫)	২য় রাউন্ডে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা প্রকাশের তারিখ (অপেক্ষমান তালিকা থেকে)।		১০-০৭-২০২৩-ইং বিকাল ৩টা
৬)	দ্বিতীয় রাউন্ডে অপেক্ষমান তালিকা থেকে নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির তারিখ (মেধা অনুযায়ী)।		১২-০৭-২০২৩-ইং হইতে ১৪-০৭-২০২৩-ইং পর্যন্ত (১১টা থেকে বিকাল ৪টা ছুটির দিন বাদে)
৭)	অবশিষ্ট সিটের তালিকা প্রকাশ (বিষয় ভিত্তিক এবং কলেজ ভিত্তিক)।		১৭-০৭-২০২৩-ইং বিকাল ৩টা
৮)	স্পট রাউন্ডে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ।		১৯-০৭-২০২৩-ইং হইতে ২১-০৭-২০২৩-ইং (১১টা থেকে বিকাল ৪টা)
৯)	ক্লাস শুরু		২৬-০৭-২০২৩

বিশেষ দ্রষ্টব্য

১)একজন ছাত্র বা ছাত্রী একাধিক কলেজের জন্য আবেদন করতে পারবে কিন্তু সে একাধিক কলেজে ভর্তি হতে পারবে না।

২)অফলাইনে ভর্তির জন্য ফর্ম পূরণ করে e-mail ID ও মোবাইল ফোন নং, ব্যক্তিগত তথ্য, আঁধার বা Aadhaar Enrolment No. মাধ্যমিকের অংকের মার্কস, উচ্চ মাধ্যমিকের বিভিন্ন বিষয়ের মার্কস ও অন্যান্য তথ্য এবং ছবি ইত্যাদি সংযোজিত করতে হবে।

৩)সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করে ভালো করে দেখে finally submit করতে হবে।

৪)ছাত্র-ছাত্রীরা ফর্ম পূরণ করার আগে কলেজের ওয়েবসাইট-এ দেওয়া গাইডলাইন ও প্রসপেক্টসে নির্দেশিকা দেখে নিতে পারে।

জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে রাজ্যের ২৫টি সরকারি সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে ২০২৩-২৪ শিক্ষা বর্ষে ভর্তির সাধারন জ্ঞাতব্য বিষয়

১. রাজ্যে দুটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। একটি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় (সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি) এবং অন্যটি এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয় (স্টেট ইউনিভার্সিটি)। শুধুমাত্র এমবিবি কলেজ এবং বিবিএম কলেজ এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এবং বাকি ২৩ টি সরকারি কলেজ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত।

২. রাজ্য সরকার নয়া শিক্ষানীতি-২০২০ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি নতুন নির্দেশিকা তৈরি করেছে।

৩. বর্তমানে, ৩ বছরের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি প্রোগ্রামটি ৩ বছরের ডিগ্রি (অনার্স) এবং ৩ বছরের ডিগ্রি (পাস) কোর্সে বিভক্ত। অনার্সের শিক্ষার্থীরা একটি অনার্স বিষয় এবং ২টি ভিন্ন ভিন্ন বৈকল্পিক বিষয় অধ্যয়ন করে এবং সমস্ত বিষয়ের জন্য সমস্ত সেমিস্টারের মোট নম্বর ২৬০০, যেখানে পাস কোর্সের ছাত্ররা ৩টি ভিন্ন ভিন্ন ইলেকটিভ বিষয় এবং ফাউন্ডেশন বিষয় অধ্যয়ন করে। সমস্ত সেমিস্টারে সমস্ত বিষয়ের মোট নম্বর ২৪০০ । বর্তমান সিস্টেমটি মার্ক ভিত্তিক, ক্রেডিট ভিত্তিক সিস্টেম নয়।

৪. অন্যদিকে, নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী একটি মেজর বিষয় এবং একটি মাইনর বিষয়, একটি আন্তঃবিভাগীয় বিষয়, একটি দক্ষতা বৃদ্ধি কোর্স/ইন্টার্নশিপ/বৃত্তিমূলক দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয় (ভাষা), সাধারণ মূল্য সংযোজন বিষয় থাকবে।

৫. নতুন কোর্সের অধীনে অধ্যয়ন করা বিষয়গুলি বিভিন্ন ক্রেডিটের হবে। যেমন, মেজর বিষয়- ৪ ক্রেডিট, মাইনর/ইলেকটিভ বিষয়- ৪ক্রেডিট, আন্তঃবিভাগীয় বিষয়- ৩ ক্রেডিট, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয় হবে ৩ ক্রেডিট, কমন ভ্যালু অ্যাডেড বিষয় হবে ২ ক্রেডিট। প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে একটি বিষয়ে 'Major' হিসেবে নিতে হবে।

৬. এইভাবে ১ম থেকে ৮ম সেমিস্টারে মেজর এবং মাইনর বিষয়গুলি অধ্যয়ন করতে হবে। ১ম, ৩য়,৪র্থ সেমিস্টারে আন্তঃবিভাগীয় বিষয় পড়ানো হবে। ১ম এবং ২য় সেমিস্টারে দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়গুলি পড়ানো হবে। সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয় ৪র্থ, ২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ সেমিস্টারে এবং ১ম থেকে ৪র্থ সেমিস্টারে কমন ভ্যালু অ্যাডেড বিষয় পড়ানো হবে।

৭. যদি শিক্ষার্থীরা ৮ম সেমিস্টার পর্যন্ত অধ্যয়ন করে অর্থাৎ ৪ বছরের ডিগ্রী প্রোগ্রামে অনার্স/গবেষণা করে এইভাবে মোট নম্বর হবে ৪৫০০ এবং ৩ বছরের ক্ষেত্রে এটি প্রায় ৩৫০০ হবে।

৮. বর্তমান প্রোগ্রাম এবং নতুন NEP ভিত্তিক প্রোগ্রামের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল যে বর্তমান আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামটি ৩ বছর মেয়াদী এবং ছাত্রদের অনার্স বা পাস কোর্স নেওয়ার বিকল্প রয়েছে। NEP ভিত্তিক নতুন পাঠ্যক্রমটি মূলত একটি ৪ বছরের ডিগ্রী প্রোগ্রাম যা বিভিন্ন

বছরের অধ্যয়ন থেকে প্রস্থান করার এবং বিভিন্ন স্তরের শংসাপত্র পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ঠিক তেমনি আবার ভর্তি হওয়ার ও ব্যবস্থা রয়েছে।

- ১ বছর পূর্ণ হওয়ার পর - সার্টিফিকেট।
- ২ বছর সমাপ্তির পর – ডিপ্লোমা।
- ৩ বছর পূর্ণ হওয়ার পর – স্নাতক ডিগ্রি।
- ৪ বছর সমাপ্তির পরে – অনার্স/গবেষণা সহ স্নাতক ডিগ্রি।

৯. একজন শিক্ষার্থী স্নাতক ডিগ্রি সহ ৩বছর মেয়াদের পরে প্রস্থান করতে পারেন এবং অনার্সের ৪র্থ বছরের ডিগ্রি প্রোগ্রামের জন্য তাকে ৭.৫ CGPA বা ৭৫% নম্বর ন্যূনতম প্রয়োজন হবে।

১০. ৩বছরের প্রোগ্রামের জন্য মোট ক্রেডিট হবে ১২২ এবং অনার্স সহ ৪ বছরের স্নাতক প্রোগ্রামের মোট ক্রেডিট হল ১৬২। স্নাতক প্রোগ্রামের অধীনে পাস করার জন্য ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট ১০ এ ৪ বা ৪০% মার্ক পেতে হবে।

১১. বর্তমানে একটি বিষয়ের মোট ১০০ নম্বর। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সেমিস্টার শেষে লিখিত পরীক্ষার ৮০ নম্বরে এবং কলেজগুলি দ্বারা সম্পন্ন অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের ২০ নম্বর এ বিভক্ত। নতুন পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সেমিস্টার শেষে লিখিত পরীক্ষার জন্য ৬০ নম্বর বরাদ্দ হবে এবং অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ৪০ নম্বরের হবে, যা কলেজগুলি দ্বারা পরিচালিত ২টি ভিন্ন অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় বিভক্ত হবে।

১২. নতুন সিস্টেমে অর্জিত ক্রেডিট সহ শিক্ষার্থীদের স্থানান্তর করে কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে এবং পূর্ববর্তী কলেজ/প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যেই অর্জিত ক্রেডিট নতুন কলেজ/প্রতিষ্ঠানে ট্রান্সফার করার সুযোগ থাকবে।

১৩. নতুন ব্যবস্থায় কলেজগুলিকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/সরকারি সংস্থা/বিভাগের সাথে ছাত্র বিনিময় প্রোগ্রাম এবং ছাত্রদের ইন্টার্নশিপ পরিচালনার জন্য Memorandum of understanding করতেও উৎসাহিত করা হবে।

১৪. নতুন সিস্টেম অনুযায়ী ভর্তি করার জন্য বিভিন্ন কলেজে বিদ্যমান বিষয়গুলি থাকবে। তাদের একইভাবে একটি মেজর বিষয় এবং একটি মাইনর বিষয়, একটি আন্তঃবিভাগীয় বিষয় থাকবে। এছাড়াও, দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃত্তিমূলক বিষয় থাকবে এবং ভর্তি হওয়া প্রতিটি শিক্ষার্থীর সমস্ত সেমিস্টারের জন্য মোট ক্রেডিট একই হবে।

১৫. নয়া শিক্ষানীতি-২০২০ অনুযায়ী প্রোগ্রামটি ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে কলেজগুলিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। যেহেতু এটি পাঠ্যক্রমের একটি নতুন পদ্ধতি, তাই জটিলতা এড়াতে এই বছর অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের তাদের পছন্দের কলেজগুলিতে গিয়ে অফলাইনে ভর্তি হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।